بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (১৬ সেপ্টেম্বর ২০১১)
সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক জার্মানীর বাদ ক্রোয়েসনাখ (Bad Kreuznach)-এ প্রদত্ত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১১-এর (১৬ তাবুক, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় আজ এখানে খোদ্দামুল আহমদীয়া, এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্, জার্মানীর ইজতেমা আরম্ভ হচ্ছে। আর যুক্তরাজ্যেও মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যের ইজতেমা শুরু হচ্ছে। অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি দেশে জলসা ও ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বিশেষ কৃপায় এসব ইজতেমাকে সফল করুন। প্রত্যেক যোগদানকারী অশেষ কল্যাণের ভাগী হোক, এই ইজতেমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জণকারী হোন। সকল অংশগ্রহণকারীকে আল্লাহ্ তা'লা সবদিক থেকে নিরাপদ রাখুন। হিংসুক ও বিরোধীদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন। আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় আমরা প্রত্যহ জামাতের উন্নতি দেখতে পাই আর উন্নতির গতি বাড়ার পাশাপাশি বিশ্বের প্রত্যেক দেশে হিংসুক ও নৈরাজ্যকামীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর হিংসুক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া মূলতঃ একথার প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ্ আ'লার অনুগ্রহে সারাবিশ্বে আহমদীয়া জামাতের পদক্ষেপ উন্নতির দিকে। কাজেই বিরুদ্ধবাদী এবং শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র জামাতের উন্নতি ও অগ্রগতির মাপকাঠি বা প্রমাণ আর এতে একজন মু'মিনের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। তবে চিন্তিত হবার মত যদি কিছু থেকে থাকে বা কোন মু'মিনের জন্য চিন্তার কোন কারণ যদি হতে পারে তা হচ্ছে, কোথাও জামাত এবং খিলাফতের প্রতি নিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনরূপ ঘাটতি দেখা দিচ্ছেনা তো? তার তাক্বওয়ার উপর পদচারণার মান অধঃমুখী নয়তো? বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-তো এ পর্যন্ত বলেছেন,

‘যদি পুণ্য ও খোদা ভীতির বেলায় একস্থানে স্থবির হয়ে যাও তাহলে এটিও তোমাদের জন্য আশংকার ব্যাপার, চিন্তার ব্যাপার। কেননা, এরপর অধঃপতন আরম্ভ হয়ে যায়।’

কাজেই আমাদের পুরুষ, নারী, শিশু, বড়, যুবক এবং বৃদ্ধদেরকে সেই শত্রু সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত যে তাদের তাক্বওয়ায় বা খোদা ভীতির ক্ষেত্রে উন্নতির পথে বাধ সাধছে। যে তাদের পুণ্যে উন্নতির পথে অন্তরায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন,

‘আমি পুনরায় জামাতকে তাগিদ দিচ্ছি, তোমরা তাদের বিরোধিতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না, খোদাভীতি ও পবিত্রতায় উন্নতি করো তাহলে খোদা তা’লা তোমাদের সাথে থাকবেন; আর তাদের সাথে তিনি স্বয়ং বোঝাপড়া করবেন। তিনি বলেন, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ। অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে আর যারা সৎকর্ম পরায়ণ (সূরা আন্ নাহ্ল:১২৯)।

অতএব পুণ্য এবং খোদাভীতির ক্ষেত্রে যদি আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে তাহলে শত্রু আমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। গত প্রায় একশ’ পঁচিশ বছর ধরে আমরা এমনটিই দেখছি। প্রত্যেকে তা-ই অবলোকন করছে। আমরা এটিই দেখেছি যে, শত্রু আমাদের কতক প্রিয়জনের জীবনাবসান ঘটিয়েছে, আমাদের ধন-সম্পদ কেড়ে নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু যারা এই জগত থেকে চলে গেছেন তাঁরা আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি অর্জন করে অমর জীবন লাভ করেছেন। তাঁরা চিরস্থায়ী জীবনপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন। আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পদের ঘাটতিও আল্লাহ্ তা’লা পূর্ণ করে দিয়েছেন। আপনাদের মধ্য থেকে অনেকেই এ কথার সাক্ষী। এছাড়া এই ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা’লা জামাতী পর্যায়েও যেসব পুরস্কারে ভূষিত করেছেন, তার কোন ইয়ত্তা নেই।

কাজেই ষড়যন্ত্র নিয়ে আমাদের চিন্তার কিছু নেই বরং আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাক্বওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করা প্রয়োজন; কোথাও এক্ষেত্রে দুর্বলতা সৃষ্টি না হয় আর তা আমাদের হাতছাড়া না হয়ে যায়। যদি আল্লাহ্ তা’লার সাথে আমাদের সুদৃঢ় সম্পর্ক থাকে তাহলে আমাদের দোয়াসমূহ্ খোদা তা’লার কৃপারাজিকে আকৃষ্ট করবে আর যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, শত্রুর সাথে খোদা স্বয়ং বোঝাপড়া করবেন এবং বোঝাপড়া করছেন। বিরুদ্ধবাদীদের এতসব আন্দোলন অর্থাৎ কেবল স্থানীয়ভাবে দেশের অভ্যন্তরেই এই বিরোধিতা সীমাবদ্ধ নয় বরং পত্র-পত্রিকা এবং বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে আহমদীয়া জামাতের বিরোধিতা হচ্ছে, সত্যিকার অর্থে বিরোধিতা জামাতের পরিচিতির কারণ হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও বলতেন, **‘আমরাও বুঝতে পারি না যে, কীভাবে আমাদের বাণী পৌঁছুচ্ছে’**। একটি বৈঠকে তিনি (আ.) বলেন, **‘অজস্র মানুষ এই জামাতে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে, বাহ্যতঃ এর কারণ ও উপকরণের জ্ঞান আমরা রাখি না। এমন কোন্ প্রচারক আমাদের পক্ষ থেকে নিযুক্ত আছে যে গিয়ে মানুষকে এদিকে আহ্বান করে? এটি কেবলমাত্র খোদা তা’লার পক্ষ থেকে একটি আকর্ষণী শক্তি কাজ করছে যার টানে মানুষ আকৃষ্ট হয়**। তিনি বলেন, **‘তিনি একটি আকর্ষণ সৃষ্টি**

করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এই জামাতকে যে পর্যায়ে পৌঁছাতে চান সে পর্যন্ত তিনি আকর্ষণী শক্তিও সৃষ্টি করেছেন'।

অতএব প্রধাণতঃ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবী এবং তাঁর বই-পুস্তক পড়ে মানুষের দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। কিছু মানুষের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে তাঁর সেই বাণী শুনে যা তাঁর প্রচারক ও মোবাল্লেগণ প্রচার করেছেন। আবার কতককে আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাঝে সত্যের জন্য ব্যাকুলতা দেখে সত্যের পথ দেখিয়েছেন, দেখান এবং দেখিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই তারা এমনই মানুষ যারা কারো চেষ্টায় নয় বরং কোনভাবে পয়গাম শুনেছেন বা আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পথ দেখিয়েছেন। এমন লোকদের কথাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের হিদায়াতের বিধান করেন আর একটি চৌম্বক শক্তির মত তারা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্তা যখন এই পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল সে যুগেও মানুষ আকৃষ্ট হতো আর আজও হচ্ছে যখন তাঁর বাণী কোন না কোনভাবে জগতে প্রচারিত হচ্ছে অথবা সদাত্মার সত্যপথ প্রাপ্তির দোয়ার মাধ্যমে তা হচ্ছে। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার এটিও একটি প্রমাণ যে, এই আকর্ষণ আজও আল্লাহ্ তা'লা বহাল রেখেছেন। আজও আল্লাহ্ তা'লা এমনসব উপকরণ সৃষ্টি করেন যারফলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট হচ্ছে। বিরোধিতা সত্ত্বেও ঐশী কৃপারাজি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতার উত্তরে আল্লাহ্ তা'লা যে অভিপ্রায় প্রকাশ করে থাকেন; একটি বৈঠকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, **'আজ রাতে আমার প্রতি ইলহাম হয়েছে: إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ**। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং এই ইলহামের ব্যাখ্যা করছেন। এর অর্থ হচ্ছে: **'অবশেষে প্রকাশ করবো যে, ফিরাউন অর্থাৎ ফিরাউনী প্রকৃতির মানুষ এবং হামান অর্থাৎ ঐসব লোক যারা হামানের স্বভাব রাখে আর তাদের সাঙ্গপাঙ্গ যারা তাদের সৈন্য-সামন্ত এরা সবাই ভ্রান্তিতে নিপতিত'**। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি এক বৈঠকে বলেন, **'রাতে আমার প্রতি এই ইলহাম হয়েছে'**।

তিনি (আ.) বলেন, **'ফিরাউন এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা বিশ্বাস রাখতো যে, বণী ইস্রাঈল এমন এক জাতি যারা ধ্বংস হয়ে যাবে আর অচিরেই আমরা তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবো, কিন্তু খোদা বলেছেন এমন ধারণা পোষণের ক্ষেত্রে তারা ভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল'**। অনুরূপভাবে এ জামাত সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদী ও শত্রুরা বলে, এ জামাত ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু এক্ষেত্রেও খোদা তা'লার অভিপ্রায় ভিন্ন।

তাই জগদ্বাসী! সে সরকার হোক বা সংগঠন, যেই হোক না কেন ঐশী জামাতকে ধ্বংস করতে পারে না। যত বড় ফেরাউন ও হামানরা মাথাচাড়া দিয়েছিল তারা এ জগত থেকে বিফল ও ব্যর্থ হয়ে বিদায় নিয়েছে। অনেক বড় বড় হিংসুকের আবির্ভাব ঘটেছে আর তারা নিজেদের হিংসার অনলে জ্বলে-পুড়ে নিজেরাই ভস্ম হয়েছে এবং হচ্ছে। বড় বড় দুস্কৃতকারী মাথা চাড়া দেয় আর নিজেরাই নিজেদের চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা'লার আশিস সমূহের উল্লেখ হচ্ছিল, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও বলেন, কোন কোন স্থানে সংবাদ

কীভাবে পৌঁছে তা আমরা জানিই না। যেভাবে আমি বলেছি, এর দৃষ্টান্ত আজও আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, আর অজস্র ধারায় হচ্ছে। আজকাল যেসব ঘটনাবলী ঘটছে তা থেকে কতিপয় ঘটনা আমি আপনাদের সামনে উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপন করছি।

আমাদের ফিলিস্তিনী এক ভাই অওয আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, আমাকে শৈশবে একবার স্বপ্নে মহানবী (সা.) ইমাম মাহদী (আ.)-এর সৈনিক হবার সুসংবাদ দিয়েছেন। তখন থেকে আমি ইমাম মাহদীর সন্ধানে ছিলাম। একদিন হঠাৎ খ্রিস্টানদের একটি টিভি চ্যানেল দেখলাম— যাতে ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে চরম অশালীন ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছিল। তখন এই আশায় আরবী চ্যানেলগুলো খুঁজতে লাগলাম, হয়তো কেউ এর উত্তর দিবে। কিন্তু সেখানে এর খন্ডনের পরিবর্তে যাদু-টোনা, ত্বালাক ও লাভ-লোকসানের আলোচনাই বেশি হচ্ছিল। কিছুদিন পর সৌভাগ্যক্রমে এমটিএ'র সন্ধান পেয়ে যাই। আমার মনে হলো, এরা সত্যবাদী মানুষ। নিয়মিতভাবে দেখতে আরম্ভ করি। এই চ্যানেল আমার অন্তরাত্মাকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। এখন চিত্ত প্রশান্ত হবার পর বয়'আত করতে চাচ্ছি, দয়া করে আমার আবেদন গ্রহণ করুন।

আমাদের এক আরবদেশীয় বন্ধু আহমদ ইব্রাহিম সাহেব বলেন, হঠাৎ এমটিএ চ্যানেল দেখার সুযোগ পাই। প্রথমে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল, পরে ধীরে ধীরে চিত্ত প্রশান্ত হয়। ইস্তেখারা করে উত্তর পাই, إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ (অর্থাৎ যারা বয়'আত করে নিশ্চয় তারা আল্লাহ্‌রই হাতে বয়'আত করে।) পরিবারের পক্ষ থেকে বিরোধিতা ও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, কেননা তারা মৌলভীদের প্রভাবাধীন রয়েছে। তিনি আমাকে লিখেছেন, আমার দৃঢ়চিত্ততা ও পরিবারের সদস্যদের সত্যপথ প্রাপ্তি ও গ্রহণের জন্য দোয়ার আবেদন করছি। আল্লাহ্ তা'লা তার সদিচ্ছা ও দোয়াসমূহ গ্রহণ করুন ।

মিশরের এক (বন্ধু) মোহাম্মদ আব্দুল আতী সাহেব বলেন, দু'বছর পূর্বের ঘটনা, টিভি চ্যানেল পরিবর্তন করতে গিয়ে হঠাৎ এমটিএ দেখার সুযোগ হয়, আর প্রোগ্রাম দেখে আমি অভিভূত হই। ফলে জামাত প্রদত্ত কুরআন ও হাদীসের তফসীরের প্রতি গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করতে বাধ্য হই। অপর দিকে অন্যান্য মৌলভীদের প্রোগ্রামও দেখতে থাকি। যাচাই বাছাইয়ের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আজ পর্যন্ত সত্য আমার কাছে গোপন ছিল, মূলতঃ পরিচ্ছন্ন ইসলাম সেটিই যা আপনারা উপস্থাপন করেছেন, বাকী সব কল্পকাহিনী। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সুপথ প্রদর্শন করেছেন। আমি এক সাধারণ মুসলমান। আহমদী হওয়ার কারণে আমার পুরো পরিবার বিরোধিতা করছে, কেউ কথা শুনতে চাচ্ছে না। কেননা মৌলভীরা তাদের মগজ ধোলাই করে রেখেছে। তাদের সবার সুপথ প্রাপ্তি ও সত্যপথ গ্রহণের জন্য দোয়ার আবেদন করছি। আল্লাহ্ তার পূত মনোবাসনা পূর্ণ করুন।

আরেকজন হলেন, মিশরের হাস্তী সাহেব। তিনি বলেন, বয়'আত করে মনে হলো— আমরা নবজীবন লাভ করেছি, আর মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগে বসবাস করছি। ইতোপূর্বে কিছু বিষয়, যেমন ঈসার মৃত্যু প্রভৃতি বিষয় আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু আহমদীয়া জামাতের কাছে হারানো সম্পদ পেয়ে গেলাম। মৌলভীরা আমাদের তীব্র

বিরোধিতা ও কাফির আখ্যা দেয়া আরম্ভ করে। আমাদের একটি বড় ঘর ছিল যা দীর্ঘদিন যাবত আমরা মসজিদে রূপান্তরিত করার ইচ্ছা পোষণ করছিলাম। কিন্তু খোদা তা'লার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। এখন ইনশাআল্লাহ্ আমরা মসজিদ বানিয়ে জামাতকে প্রদান করব। মৌলভীরা তীব্র বিরোধিতা করছে এবং আহমদীয়াত ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। আমি ইস্তেখারা করে উত্তর পেলাম, এসব লোক ইমাম মাহদীর মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। এমটিএ থেকে শুনে তিনি মানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি নিজের সম্পর্কে লিখেছেন, আমরা এমটিএ'র অনুষ্ঠানমালা দেখি, মানুষের সাথে সাক্ষাতের সময় তবলীগ করি এবং তাদের প্রশ্নের জবাব দেই। তিনি আরো বলেন, বিগত সরকারের আমলে আমি আল্লাহ্‌র পথে বন্দী হয়ে কষ্ট সহ্য করার সুযোগ পাই। মৌলভীরা আমার বিরুদ্ধে বহু মিথ্যা অভিযোগ করে। যার ফলশ্রুতিতে সরকারী কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে আমাকে বেশ কয়েক ধরনের কঠোর যাতনা সইতে হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় আমি তাদের তবলীগও করেছি। জেলখানায় একদিকে কষ্ট দেয়া হচ্ছিল, অপরদিকে তবলীগ করছিলাম। একজন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বললেন, আমি আপনার দলিল-প্রমাণ শুনে ঈসার মৃত্যু মেনে নিলাম। জিহাদ সম্পর্কে আমার অভিমত জানতে চাইলে আমি বললাম, আমরা শুধু আত্মরক্ষামূলক জিহাদে বিশ্বাসী। দেখুন, তাদের উদ্দেশ্য ছিল আহমদীয়াতচ্যুত করা, কিন্তু উল্টো তাদেরই সত্য স্বীকার করতে হল। শিকারী কেবল নিজের ফাঁদে জড়িয়ে যায়নি, বরং শিকারী নিজেরই শিকারের ফাঁদে আটকা পড়েছে। এ হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্তৃক আনীত অতুলনীয় শিক্ষার গভীর প্রভাব যা মানুষের উপর পড়ছে। পুলিশ কর্মকর্তারা তাকে জামাত সম্পর্কে এবং মিশরের আহমদীদের সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে, অধিকন্তু এই প্রশ্নও করে যে, তুমি তবলীগ কেন কর? আমি জবাব দেই, নিজ থেকে আমি তবলীগ করি না। কিন্তু কেউ আমার কাছে জানতে চাইলে আমি অবশ্যই বলব— কেননা আহমদীরা কখনো মিথ্যা বলে না। এটি হল একটি বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য যা একজন আহমদীর সতন্ত্র পরিচয়।

বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র মিথ্যা ছেয়ে আছে। বিগত খুতবায় আমি মিথ্যা সম্পর্কে বিষদভাবে আলোচনা করেছি। অতএব, আমাদের সবাইকে সর্বদা এটি স্মরণ রাখতে হবে, এ মহান বৈশিষ্ট্য ও গুণকে কখনো কোন আহমদীর বিসর্জন দেয়া বা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। নবাগতরা এসে এরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, তারা ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সাথে মিথ্যা না বলার চেষ্টা করে। কেননা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়'আত করে আপন হৃদয়ে যে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করতে হবে, তা তখনই সম্ভব যদি প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার পদক্ষেপ সততার ভিত্তিতে নেয়া হয় এবং প্রতিটি মুখ নিঃসৃত কথা সত্য ভিত্তিক হয়। অতএব, এটি একজন আহমদীর সম্মানজনক বৈশিষ্ট্য যে, আহমদী কখনো মিথ্যা বলে না আর এটি ধরে রাখা প্রত্যেক আহমদীর অবশ্য কর্তব্য।

তিনি (হাস্তী সাহেব) বলেন, তাদের বিরোধিতা এত চরমে পৌঁছে যে, পুলিশ কর্মকর্তা বলে, তুমি যদি তবলীগ করা অব্যাহত রাখ, তবে আমরা তোমার বিরুদ্ধে বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগ আনব এবং তোমাকে শাস্তি দেব। কিন্তু তিনি বলেন, আমি এ সবের

প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না। তিনি আরো বলেন, আমার স্ত্রীকে মৌলভীরা বলে, তোমার স্বামী তোমাকে প্রতারিত করে এ জামাতে অন্তর্ভূক্ত করেছে। কিন্তু আমার স্ত্রীও দৃঢ় ঈমানের পরিচয় দিয়েছেন। ঈমানের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন, আমি তাঁর (স্বামীর) পূর্বে-ই আহমদী হয়েছি। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা আজ তাদের বিশ্বাসকে এ সাহস ও মহিমায় সমৃদ্ধ করেছে।

এরপর আলজেরিয়ার এক বন্ধু উসামা সাহেব বলেন, দু'বছর পূর্বেও আমি আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। হঠাৎ একদিন আমার ছেলে আমাকে এমটিএ সম্পর্কে বলল। কিন্তু আমি তা হেসে উড়িয়ে দিলাম। এরপর এক পর্যায়ে পারিবারিকভাবে দুঃচিন্তার সম্মুখীন হতে হয় তখন নবীদের জীবনী ও ধর্মীয় বিষয়াদী নিয়ে প্রণিধান ও চিন্তাভাবনায় নিমগ্ন হলাম। আপনাদের চ্যানেল দেখে এতে সকল সত্য পেয়ে যাই। আপনাদের শিক্ষামালা ও তফসীরে আমার হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। তফসীরে কবীর পড়া আরম্ভ করি এবং মনে শান্তি পাই। তফসীরে কবীর পড়ে তবলীগ করা আরম্ভ করে দেই। কিন্তু বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। তখন পূর্ববর্তী নবীদের জীবন চরিত সম্পর্কে ভাবতে থাকি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে ধরনের বিরোধিতা হয় তেমনই বিরোধিতা পূর্ববর্তী নবীদের জীবনে পরিলক্ষিত হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি লিখেন, অনুগ্রহপূর্বক আমার বয়'আত গ্রহণ করুন। আমি সর্বাত্মকভাবে হুযূরের নির্দেশাবলী মেনে চলব। এরা এমন লোক যারা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় বিস্ময়করভাবে উন্নতি করে চলেছে।

এরপর মরক্কো'র তাইয়্যেব সাহেব নিজের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি খ্রিস্টানদের হায়াত চ্যানেল না দেখলে বয়'আতের সৌভাগ্য পেতাম না। এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, আমি দীর্ঘদিন যাবত এ চ্যানেল দেখছি, হযরত আকদাস মুহাম্মদ (সা.)-সম্পর্কে তাদের গালাগালী শুনে এবং মুসলমানদেরকে এর কোন উত্তর প্রদানে ব্যর্থ বা অক্ষম দেখে অন্তর্জালায় ভুগতাম কিন্তু কিছু করে উঠতে পারতাম না। হঠাৎ একদিন হটবার্ড রিসিভারের চ্যানেল পরিবর্তন করতে করতে এমটিএ আল্ আরাবিয়া পেয়ে যাই। (বর্তমানে তিনি স্পেনে বসবাস করছেন) অথচ আমি সাধারণত হটবার্ড-এর চ্যানেল দেখি না। নবীদের সম্মান-সম্ভ্রম ও বাইবেলের বিভিন্ন পরিবর্তন-পরিবর্ধন সংক্রান্ত বিষয়ে খ্রিস্টানদের সাথে বিতর্ক হচ্ছিল। শুনে আমি যারপরনাই আনন্দিত হলাম, ভাবলাম আমি যা চাচ্ছিলাম পেয়ে গেছি আর হারানো সম্পদ আমার হস্তগত হয়েছে। কিছুদিন দেখার পর আমি নিশ্চিত হলাম। এখন আমি বয়'আতের আবেদন পত্র পাঠাচ্ছি। এখন হুদহুদ, নমলাহ্ এবং জ্বীন সম্পর্কে মৌলভীদের হাস্যকর তফসীর শুনে আমার হাসি পায়। অথচ ইতিপূর্বে এগুলোরই বর্ণনা শুনে তিনি তাদের প্রশংসা করতেন।

মরক্কো'র আরেক বন্ধু আব্দুল্লাহ্ সাহেব বলেন, আমি কয়েক মাস যাবত আপনাদের অনুষ্ঠানমালা দেখছি। আপনাদের (অনুদিত) পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিষয়াবলীর গভীর বুৎপত্তি এবং গঠনমূলক ইসলামী চিন্তা-চেতনা আমার ভাল লেগেছে। এটি জানা কথা, প্রচলিত তফসীরসমূহে অনেক কিচ্ছা-কাহিনী রয়েছে আর এই ভুল তফসীর মানুষের মন-মস্তিষ্কে ছেয়ে গেছে। এতে যুক্তি ও বিবেক বহির্ভূত বিষয় বিদ্যমান রয়েছে। যেমন, জ্বীন

সম্পর্কে ধারণা হলো, তারা নাকি মানুষের উপর ভর করে আর জ্বীন নাকী অদৃশ্য ও অসাধারণ কোন সৃষ্টি। যে ধারণা পূর্বেই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। কোন কোন স্থানে কতক দূর্বল আহমদী বিশেষ করে মহিলাদের মাঝে এই মহামারী দেখা যায়— যারা সঠিক শিক্ষা পায়নি বা জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করেন না। যদিও এদের সংখ্যা গুটিকতক কিন্তু এমনও আছেন যারা অশিক্ষিত ও অজ্ঞ; কিন্তু আমি শুনেছি এখানেও নাকি কিছু এমন মানুষ রয়েছেন। তাদেরও স্মরণ রাখা উচিত, এমন কোন কিছু নেই। প্রত্যেক বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি এ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে। তিনি (আব্দুল্লাহ্ সাহেব) বলেন, একদিন আমি আমার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে আদম প্রথম মানুষ না হওয়ার বিষয়ে কথা বলেছি আর এ কথাও বলেছি, ফিরিশ্তারা যে বলেছে, 'এরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, রক্তপাত ঘটাবে' পূর্ব থেকে (এ পৃথিবীতে) মানুষ না থাকলে ফিরিশ্তারা কীভাবে জানলো, মানুষের দেহে রক্ত থাকে? প্রভৃতি। তখন সেই অফিসার বললো, এগুলো অত্যন্ত ভয়ানক ধ্যান-ধারণা; কারো কাছে বলবে না। এরপর তিনি লিখেন, হঠাৎ আপনাদের চ্যানেলে পবিত্র কুরআনের জীবন্ত এবং সমুজ্জ্বল কিতাব হওয়ার বিষয়ে আপনার বক্তব্যে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। কৃপালু ও দয়ালু খোদা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর প্রতি স্বীয় জ্যোতির্ময় আধ্যাত্মিক রহস্যাবলী ইলহাম করেছেন যেন এর মাধ্যমে মানুষের মনমস্তিকে বিদ্যমান সংশয় ও সন্দেহের সেই স্তুপকে পরিচ্ছন্ন করে দেয়া যায় যা মানুষের বিবেককে বিকল করে রেখেছে। আর এর ফলশ্রুতিতে আরবরা সভ্যতা ও সংস্কৃতিগত উন্নতির দৌড়ে অনেক পিছিয়ে আছে আর অধঃপতন, অধঃগতি, পশ্চাৎপদতা ও বিভেদে লিপ্ত। তিনি আমাকে লিখেন, হুযূর আমার বয়'আত গ্রহণ করুন। আহমদীয়া জামাতভূক্ত হয়ে আজ আমি অত্যন্ত গর্বিত।

এরপর ওমান নিবাসী জনাব ইয়াসের সাহেব ২০১১ সালের জুন মাসে লিখেন, দীর্ঘদিন যাবত আমি সত্যের সন্ধানে ছিলাম। আর সে সত্য আজ আমি লাভ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ্। মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা দেখে হৃদয়ে প্রবল বাসনা জাগে হায়, মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতের উন্নতির লক্ষ্যে যদি ধরায় পুনরায় আগমন করতেন! একবার বিভিন্ন চ্যানেল ঘুরাচ্ছিলাম, হঠাৎ এমটিএ দেখার সৌভাগ্য হল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখে মনে হল, এটি যেন স্বয়ং হযরত রসুলে পাক (সা.)-এর ছবি। উক্ত ছবি আমার হৃদয়ে গেঁথে যায়। কোন একদিন এক বন্ধু আমাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের সংবাদ দিলেন এবং বললেন, দাজ্জাল বলতে খ্রিস্টান পাদ্রীদেরকে বুঝায়। প্রথমে আমি সে বন্ধুর এ কথার চরম বিরোধিতা করি কিন্তু পরবর্তীতে সত্য স্পষ্ট হয়ে গেল। সে দিন রাত দু'টো পর্যন্ত এমটিএ দেখতে থাকি এবং জামাত ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আমার ভালবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে সঠিক ইসলামের পথে পরিচালিত করেছেন এবং সত্য গ্রহণের সৌভাগ্য দিয়েছেন। আরও লিখেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদী এবং তফসীরে কবীর পড়েছি এবং আমার অনেক ভাল লেগেছে। তিনি আমার সাথে সাক্ষাতের গভীর আকাঙ্খাও ব্যক্ত করেছেন।

অতএব এরা কেবল বয়'আত করেই ক্ষ্যান্ত হচ্ছেন না বরং বয়'আতের সাথে সাথে নিজেদের জ্ঞানও বৃদ্ধি করছেন। এ মুহূর্তে সেসব জন্মগত আহমদীর চিন্তা করা উচিত– যারা মনে করে যে, যেহেতু আমাদের রক্তে আহমদীয়াত বিরাজমান তাই আমাদের আর কোন জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন নেই এবং নিজেদের তাক্বওয়া ও পুণ্যের মানকে উন্নীত করার প্রয়োজন নেই!

অপর এক মহিলার নাম হলো বিরি ফান সাহেবা। তার দু'টি সন্তান রয়েছে। তিনি নরওয়েতে থাকেন কিন্তু কুর্দীস্থানের অধিবাসী। তিনি বলেন, ২০০৬ সালে ঘটনাক্রমে আমার এমটিএ দেখার সৌভাগ্য হয়। আপনাদের বাণী এবং ইসলামের সঠিক চিত্র আপনার কাছ থেকে শুনে অনেক ভাল লেগেছে। পরবর্তীতে এ চ্যানেলের নাম্বার আমি হারিয়ে ফেলি। হঠাৎ করে ২০১০ সালে (এমটিএ)-এর নাম্বার পুনরায় খুঁজে পাই। 'আল্ হেওয়ারুল্ মোবাশের' অনুষ্টানটি সম্প্রচারিত হচ্ছিল। পবিত্র কুরআনের তফসীর সংক্রান্ত আপনাদের দলীল-প্রমাণ শুনে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হই। অনুষ্ঠানের শেষে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখানো হয়। তাঁর সত্যতা সম্পর্কে মুহূর্তের তরেও হৃদয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয় নি। আমার আক্ষেপ হয়, এতদিন পর্যন্ত তাঁর (অর্থাৎ মসীহ্ মওউদ আ.-এর) ব্যাপারে কেন জানতে পারলাম না! তাঁর নবী হওয়া সম্পর্কে যতটুকু দ্বিধা আমার মাঝে ছিল তা আমার সামনে উপস্থাপিত জামাতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে দূর হয়ে গেছে। এখন আমি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে সত্য ইমাম মাহদী বলে সাক্ষ্য দিচ্ছি। তিনি আরও লিখেন, আপনারা যে খিদমত করছেন তাকে আমি ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখি এবং এ জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে চাই। অনুগ্রহ করে আমাকেও এর সুযোগ দিন।

অতএব এটি সেই চমৎকার জিহাদ যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কুরআন ও হাদীস থেকে জ্ঞান লাভ করেই শিখিয়েছেন। উক্ত জিহাদের শিক্ষাই তিনি বর্তমান যুগে দিয়েছেন যা কেবল পুরুষদের জন্যই নয় বরং পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও এ জিহাদে অংশগ্রহণ করছেন এবং করেন। বরং এ বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীরা অগ্রগামী রয়েছেন।

এরপর রয়েছেন আলজেরিয়া নিবাসী হোসাইন মোহাম্মদ সালেহ্ সাহেব। তিনি আমাকে লিখেছেন, দশ বছর পূর্বে ইসলাম সম্বন্ধে আর সবার মত আমারও প্রচলিত ও প্রথাগত জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন ছিলাম তথাপি কুরআন পাঠ করতাম এবং বুঝার চেষ্টা করতাম। একদিন আমি টেলিভিশনের সামনে বসে কোন একটি ধর্মীয় চ্যানেল খুঁজছিলাম। এমন সময় এমটিএ পেয়ে যাই, যেখানে 'আল্ হেওয়ারুল মোবাশের' অনুষ্ঠানটি প্রচার হচ্ছিল। এ অনুষ্ঠান উপস্থাপনের ধরন, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও বিষয়বস্তু আমার ভাল লাগে। বিশেষ করে এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী আলেমদের সকল ধর্মের জ্ঞান, বিশেষ করে ইসলামী জ্ঞানের উপর তাদের দখল আমাকে মুগ্ধ করেছে। তখন থেকেই আমি মনে মনে আহমদী আর আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও আমি উন্নতি করি। তিনি আমাকে লিখেন, আমার কাছে অনেকগুলো আরবী ও ফ্রেঞ্চ ভাষার বই এবং পত্র-পত্রিকা এবং আপনার খুতবা রয়েছে। আর আমি 'তফসীরে কবীর' ডাউন লোড করে প্রিন্ট করে

নিয়েছি, যেন মানুষের সাথে মতবিনিময় করাটা সহজ হয়। আরো লিখেন, আমার বয়'আত করতে বিলম্বের কারণ হলো, আমি তো নিজেকে আহমদী-ই ভাবতাম কিন্তু হৃদয়ে ঈমানের জ্যোতি ছিল না। ভয় হতো কোথাও বয়'আতের অঙ্গীকার ভঙ্গকারী সাব্যস্ত না হই। তিনি লিখেন, হুযূর! দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেন আমাকে হেদায়াত দান করেন, ক্ষমা করেন এবং দৃঢ়তা দান করেন। এই হলো, নবাগতদের চিন্তা-চেতনা। পক্ষান্তরে এমন অনেক পুরনো আহমদী রয়েছেন যারা জামাতের বুযূর্গদের সন্তান, তাদের মাঝেও এ চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটা উচিত যে, আমাদেরকেও সর্বশক্তি দিয়ে বয়'আতের অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে এবং পালন করতে হবে। আর কেবল তখনই আমরা প্রকৃত আহমদী গণ্য হতে পারি।

আরেকজন হলেন, আরবের অধিবাসী নাসের সাহেব। তিনি লিখেছেন, চার বছর পূর্বে আমার মাঝে সত্যান্বেষণের স্পৃহা জাগে আর আমি শিয়া, সুন্নি, ইসনায়ে আশারীয়া প্রভৃতি দলের ধর্মীয় বির্তক শুনেছি। 'ইসনায়ে আশারীয়া' শিয়াদেরই একটি ফির্কা, যারা বারজন ইমামকে মান্য করে। তিনি লিখেন, আমি এদের ধর্মীয় বির্তক শুনেছি আর আমার কাছে সুন্নিদের যুক্তি অধিক জোরালো মনে হয়েছে। প্রায় তিন মাস পূর্বে দৈবক্রমে আমি এমটিএ'র সাথে পরিচিত হই। জনাব হানী তাহের সাহেব আমার দৃষ্টি কাড়েন। জামাতের প্রতি আমার আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে আর আমি বুঝতে পারি, মানুষ জামাত সম্পর্কে যেসব কথা প্রচার করে সেগুলোর ভিত্তি হল, জামাত বিরোধী মৌলভী এহসান ইলাহী জহিরের মত কিছু লোকের বই। একইভাবে আমাদের সমাজে বসবাস রত আলেমদের সাথে মতভেদ রাখে এমন লোকদের সম্পর্কে তাদের আচরণ আমাকে বিচলিত করে। কেননা আমাদের এখানে শিয়া সম্প্রদায়ের কিছু লোক রয়েছেন যাদের সাথে অন্যরা উপহাস ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ করে। আমি সবসময় ভাবতাম ধর্মীয় বিষয়ে কাউকে আক্রমনের লক্ষ্যে পরিণত করা ঠিক না। কেননা আমাদের পিতামাতাও তো শিয়া বা খ্রিস্টান ইত্যাদি ছিলেন। আর সবসময় আমি বলতাম, আমি যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি তবে অন্যের জন্য দোয়া করা উচিত— তাচ্ছিল্য এবং অহংকার নয়, কেননা এটিই নবীদের শিক্ষা। একইভাবে সালাফীদের ধর্মীয় বিশ্বাসও আমার কাছে সঠিক বলে মনে হয় না। নীতগতভাবে আমি হানী সাহেবের বর্ণিত যুক্তি প্রমাণের সাথে একমত। দয়াকরে আমাকে আপনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা সম্পর্কে আরো যুক্তি প্রমাণ সরবরাহ করুন এবং বলে দিন, বয়'আতের পর আমাকে কী করতে হবে? মানুষ এ ধরনের চিঠি লিখে।

আরেক জন হলেন, ইরাকের গরীব মুহাম্মদ সাহেব। তিনি লিখেন, তিন বছর যাবত আমি এমটিএ দেখছি এবং গবেষণা করছিলাম পরে ইস্তেখারাও করি। প্রথমে কোন স্বপ্ন না দেখলেও ইস্তেখারা চালিয়ে যাই। পরবর্তীতে একদিন কেউ আমাকে স্বপ্নের মাঝে ডেকে বলে, মহানবী (সা.) তোমাকে যেতে বলেছেন। এরপর তিনিই আমাকে নিয়ে যায় এবং বলে, এ তাবুতে প্রবেশ করে মহানবী (সা.)-এর সাথে করমর্দন করো। তখন আমি টিলার উপর খাটানো একটি তাবুতে প্রবেশ করে মহানবী (সা.)-এর সাথে করমর্দন করি। এরপর সেই লোকই বলে, এখন অন্য টিলায় গিয়ে নবী করিম (সা.)-এর সাথে মুসাফাহ্ করো।

স্বপ্নে আমি আশ্চর্যান্বিত হই, মহানবী (সা.) দু'জন কি করে হতে পারেন? যাহোক, অন্য টিলায় খাটানো তাবুতেও আমি মহানবী (সা.)-কে একই চেহারা ও অবয়বে দেখি তবে উচ্চতা কিছুটা কম ছিল। এ স্বপ্নের পর আমার হৃদয় পরিষ্কার হয়ে যায় আর এখন আমি বয়'আত করতে চাই। আমার কাছে সবচেয়ে ভাল লেগেছে এ বিষয়টি যে, রঙ-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক জাতি ও দেশের মানুষ এ জামাতে অন্তভূর্ক্ত হচ্ছেন। কাজেই গোটা পৃথিবীকে এক হাতে ঐক্যবদ্ধ করার যে কাজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপর ন্যস্ত হয়েছে তা আজ কেবল জামাতে আহমদীয়াই পালন করে যাচ্ছে।

আরেক ভদ্রলোক খালেদ সাহেব বলেন, একদিন একজন অ-আহমদী বন্ধু জামাত সম্পর্কে বলেন, এরা বিশ্বাস করে যে, মসীহ্ মওউদ এর আর্বিভাব ঘটেছে হিন্দুস্থানে। আরও কতক ধর্মীয় বিশ্বাসের কথাও উল্লেখ করেছে। প্রথম থেকেই আমি আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করতে থাকি; এমটিএ দেখে আরও আশ্বস্ত হই। আমি ঐ বন্ধুকে বলি, আমি বয়'আত করতে চাই। সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে, তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছ। আমি বলি, আমার মন সায় দিচ্ছে তাই আমি বয়'আত করতে চাই। ইতিপূর্বে আমি কেবল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখেই তাঁর সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করি। এমটিএ'র মাধ্যমে ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্বন্ধে অবগত হই, সকল প্রসংশা আল্লাহ্‌র। এর মাধ্যমে যুগ-ইমামের সন্ধান পেলাম। প্রায় এক বৎসর পূর্বে আমি স্বপ্নে আঁ হযরত (সা.)-কে দেখি, তিনি (সা.) আমার মুখে চুমু খেয়েছিলেন। অধম হুযূর (সা.)-এর কাছে তাঁর রাজত্ব ও শাসকদের দুরবস্থার অভিযোগ করে। অতঃপর লিখেন, আপনারা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন আর অন্ধকার থেকে বের করে সত্য দেখিয়েছেন, জাযাকুমুল্লাহ্। তারপর লিখেন, আমার আকাঙ্খা হলো, আপনার (হুযূর) পবিত্র হাতে হাত রেখে বয়'আত করা।

এরপর আফ্রিকার একটি ঘটনা উল্লেখ করছি (অনেকগুলো ঘটনা আছে যার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়) গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, 'বারাহ্' অঞ্চলে সেখানকার স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের তত্ত্বাবধানে তবলিগী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আলীও কুমারা নামক এক বন্ধুর সাথে যোগাযোগ হয় (হুযূর বলেন, আফ্রিকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে রীতি হলো, নামের সাথে ওয়াও বা পেশ যুক্ত করে দেয়া। আলীও এর অর্থ হচ্ছে, 'আলী')। আলী কুমারা সাহেব মুসলমান ছিলেন। তাকে জামাতের বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত করা হয়। দু'সপ্তাহ ধরে আলোচনা চলতে থাকে এরপর প্রেসিডেন্ট সাহেব তাঁকে বলেন, আপনি খোদা তা'লার কাছে সত্যপথ যাচনা করুন, আমিও আপনার জন্য দোয়া করব। খোদা তা'লার ইচ্ছায় যা হলো, সে দিনই অর্থাৎ পঁচিশ ও ছাব্বিশে মে ২০১১'এর দিবাগত রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন, একজন পাগড়ী পরিহিত বুযূর্গ তাঁকে নিজের দিকে ডাকছেন আর বলছেন এখানে আস, এখানেই সত্যপথ পাবে। সকালে ঘুম থেকে জেগে তিনি স্বপ্ন বর্ণনা করে বলেন, যে বুযূর্গকে আমি স্বপ্নে দেখেছি তিনিই ইমাম মাহদী কেননা, তবলীগ চলাকালে তাকে একটি ম্যাগাজিন দেয়া হয়েছিল সেটিতে তিনি তাঁর ছবি দেখেছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বয়'আত ফরম দেয়া হয় আর বলা হল, ফর্ম পূরণের পূর্বে ভাল করে পড়ে নিন। আলীও কুমারা সাহেব বয়'আত

ফরম পড়ে, বলতে লাগলেন এখন আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না, তখনই তিনি বয়'আত ফরম পূর্ণ করে জামাতে অন্তভূর্ক্ত হয়ে গেলেন।

আইভরিকোষ্টের আমীর সাহেব লিখেন, 'ওয়াকে' অঞ্চলের গ্রাম নয়াকারায় একজন মারাবূ অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যে তাবীজ-কবচ করে থাকে, মৌলভীর নাম ছিল কোনে ইব্রাহিম। তিনি স্বপ্নে দেখেন, একজন বুযূর্গ তার সাথে দেখা করেন আর বলেন, আমি ঈসা নবী। একবার তিনি আহমদীয়া মিশন হাউজে আসেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখে বিস্মিত হয়ে বলেন, ইনিই সেই বুযূর্গ যিনি নিজের পরিচয় দিচ্ছিলেন ঈসা নবী হিসেবে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বয়'আত করেন এবং তাবীজ দেয়া ও যাদুটোনা করা থেকে তওবা করেন।

যাহোক, এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যদ্বারা স্পষ্ট হয়, মৌলভী ও অন্যান্য লোকদের বিরোধিতা ও বিভিন্নভাবে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে পবিত্র মনাদের বিভিন্ন পন্থায় সৎপথ প্রদর্শন করে থাকেন ও করে যাচ্ছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী শুনে অথবা ছবি দেখে তাদের মাঝে এক আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্র অপার কৃপায় আমাদের প্রচেষ্টার তুলনায় জামাত অনেক বেশি উন্নতি করছে। অতএব এ ঐশী কাজ অবশ্যই স্বীয় উৎকর্ষতা লাভ করবেই। তবে এ উন্নতি, আমরা যারা পুরনো আহমদী এবং তাদের বংশধর, এই আত্মজিজ্ঞাসার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, আমরা কোথায়? আমাদের করণীয় কী? আমাদের মান কীরূপ হওয়া উচিত? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, তোমরা যদি দেখ তোমরা পুণ্যকর্মে পিছিয়ে পড়ছ তবে মনে রেখো, এমনটি হলে মানুষ ক্রমাগত অধঃপতিত হয় আর বহু দূরে চলে যায়। বয়'আত করার পর আমাদের কি করতে হবে সদা এ বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। মনোযোগের দাবী রাখে এমন কতক বিষয় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র ভাষায় আমি আপনাদের পড়ে শুনাচ্ছি।
হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

'শরিয়তের বড় ও প্রধান অংশ কেবল দু'টোই যা সুনিশ্চিত করা মানুষের জন্য আবশ্যক। প্রথমতঃ আল্লাহ্র অধিকার প্রদান আর দ্বিতীয়তঃ মানুষের প্রাপ্য প্রদান করা। আল্লাহ্র অধিকার বলতে আল্লাহ্কে ভালবাসা এবং তাঁর আনুগত্য ও উপাসনা করা আর একত্ববাদ তথা তাঁর সত্তায় ও বৈশিষ্ট্যে অন্য কাউকে শরীক না করাকে বুঝায়। আর বান্দার অধিকার হলো, নিজ ভাইয়ের সাথে অহংকার, অসাধুতা ও কোন ধরনের অন্যায় সূলভ আচরণ করা থেকে বিরত থাকা। সকল প্রকার অত্যাচার থেকে বিরত থাকতে হবে। অর্থাৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে যেন কোন ধরনের ক্রটি না থাকে।' তিনি (আ.) বলেন, **'বাহ্যতঃ দু'টি বাক্য মাত্র। কিন্তু মেনে চলা খুবই কঠিন।'** আজ আহমদীদেরকে এ কাজই করতে হবে। এটি কোন সহজ কাজ নয়। মৌলভীদের মত মানুষের তৈরী হালুয়া খাওয়া আমাদের কাজ নয়, বরং নিজেদের সংশোধনের কাজ আমাদেরকে করতে হবে। এ দিকে প্রত্যেক আহমদীকে দৃষ্টি দিতে হবে।

তিনি (আ.) বলেন **'মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপা হলে পরেই এ দু'টি কথার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে'** সুতরাং আল্লাহ্র সামনে সদা অবনত থেকে তাঁর আশিস

যাচনা করুন যেন আমরা পিছপা না হই, সৎকাজে আমরা পিছিয়ে না যাই, তাক্বওয়াতে উন্নতি করতে পারি এবং খোদার আশিস যেন সর্বদা আমাদের পাথেয় হয়। তিনি (আ.) বলেন, কারো ভেতর রাগ বা ক্রোধ সীমাতিরিক্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ হঠাৎ করে ক্ষেপে যায়। রাগ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে হৃদয় পবিত্র থাকতে পারে না আর না-ই মুখ পবিত্র থাকতে পারে। আমরা এটাই লক্ষ্য করে এসেছি। অনেক সমস্যাদী, ঝগড়া-বিবাদ ও হিংসা-বিদ্বেষ এ কারণেই সৃষ্টি হয়। অথবা (এ রাগ করার কারণে) মনে জিঘাংসার সৃষ্টি হয় এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় বা (রাগ করে) এমন ভাষা ব্যবহার করা হয় যে বুঝাই যায় না এটা কি কোন মু'মিনের মুখের ভাষা। তিনি (আ.) বলেন, ভাইয়ের বিরুদ্ধে নোংরা ষড়যন্ত্র করে, গালমন্দ করে এবং বিদ্বেষ পোষণ করে। কামভাব কারো উপর ছেয়ে থাকে আর এর বশীভূত হয়ে সে আল্লাহ্‌র সীমা লংঘন করে। এসব দেশে যেসব অশালীন ছায়াছবি দেখা হয়, নির্লজ্জকর কথা শোনা হয়। এ জাতীয় বাজে বিষয়াদি অবলোকন করার এসব ব্যাধি জন্ম নেয়ার কারণ হচ্ছে, অন্তরে খোদাভীতি নেই। এজন্যই মানুষের মাঝে রিপুর তাড়না প্রাধান্য লাভ করে। যুবক—যুবতীদের বিশেষভাবে এ বিষয়টিকে মনে রাখতে হবে। হুযূর (আ:) বলেন, মানুষের নৈতিক অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত একেবারে সঠিক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মাঝে সেই পূর্ণাঙ্গীন ঈমান প্রবেশ করতে পারবে না যা এক মানুষকে পুরস্কার প্রাপ্তদের দলভূক্ত করে আর তার মাঝে সত্যিকার তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি সৃষ্টি করে থাকে। তাই এটি বড়ই দুঃশ্চিন্তার কারণ, একমুখে আমরা অঙ্গীকার করে বলছি, আমরা ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রসর হবো, আর তিনি (আ.) জানাচ্ছেন, তোমাদের মাঝে এসব ব্যাধি বিদ্যমান থাকলে পূর্ণাঙ্গীন ঈমান সৃষ্টি হতে পারে না। তিনি বলছেন, অতএব সত্যিকারের একেশ্বরবাদী হবার পর তার নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা সঠিক করার জন্য সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা চালানো উচিত। অর্থাৎ যখন দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায়, আমি এখন এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত করে থাকি তখন নিজের চারিত্রিক ও নৈতিক অবস্থারও সংশোধন কর। তিনি (আ.) বলেন, আমি লক্ষ্য করছি, এ মুহূর্তে নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা অতি শোচনীয়। অথচ তখন অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)—এর যুগে নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা অনেক উন্নত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এর চেয়েও উন্নত অবস্থা দেখতে চেয়েছিলেন। তাই আজ আমাদের নিজেদের অবস্থা ভালভাবে যাচাই করতে হবে। তিনি বলেন, বেশীরভাগ মানুষের মাঝে কুধারণা পোষণ করার ব্যাধিটি অতি মাত্রায় দেখা যায়। এরা নিজ ভাইয়ের ক্ষেত্রে সুধারণা পোষণ করে না। আর তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে নিজ ভাই সম্বন্ধে মন্দ ও কুধারণা পোষণ করা আরম্ভ করে আর এমন সব দোষ—ক্রটি তার প্রতি আরোপ করা আরম্ভ করে যা তার প্রতি অর্থাৎ অভিযোগকারীর প্রতি আরোপ করলে তার কাছে ভীষণ অসহ্য বলে মনে হবে। তাই প্রথমতঃ যথাসাধ্য নিজের ভাইয়ের বিষয়ে কুধারণা পোষণ না করা বরং সব সময় সুধারণা পোষণ করা আবশ্যক। কেননা, এতে পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং হৃদ্যতার সৃষ্টি হয় এবং মিলিত শক্তির সঞ্চার হয়। এর ফলশ্রুতিতে একজন মানুষ অন্যান্য কয়েকটি চারিত্রিক ব্যাধি যেমন, হিংসা—বিদ্বেষ ও পরস্ত্রীকাতরতা প্রভৃতি থেকে রক্ষা পায়।

বিরুদ্ধবাদীদের হিংসার আগুন আমাদের বিরুদ্ধে এমনিতেই বাড়ছে, এমতাবস্থায় আমরা নিজেরাও যদি নিজেদের মাঝে এ ধরনের আচরণ করি তাহলে জামাতবদ্ধ থাকায় কি লাভ? এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:-

'আমি আরও লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকে আছেন, যাদের মনে নিজ ভাইদের জন্য সহমর্মিতা ও সমবেদনার লেশমাত্র নেই। এক ভাই বুভুক্ষ অবস্থায় মারা গেলেও অপরজনের এদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই আর তার খোঁজ খবর নেয়ার জন্য প্রস্তুত নয়। কিংবা সে যদি অন্য কোন ধরনের বিপদে থেকে থাকে সেক্ষেত্রে নিজের ধন-সম্পদের একাংশ তার জন্য ব্যয় করার মত কাজটিও করে না। হাদীস শরীফে প্রতিবেশীদের খোঁজখবর নেয়ার এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের আদেশ বর্ণিত হয়েছে। বরং একথাও বলা হয়েছে, তোমরা যদি বাড়ীতে মাংস রান্না কর সেক্ষেত্রে ঝোলটা বাড়তি রেখো, যেন তাকেও দিতে পারে। কিন্তু এখন কী হয়। নিজের পেট পালে ঠিকই কিন্তু তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। প্রতিবেশী বলতে কেবল তোমার পাশে বসবাসকারীকেই বুঝায় একথা মনে করো না। বরং যারা তোমাদের ভাই তারা একশ' ক্রোশ দূরে থাকলেও প্রতিবেশীদের গন্ডীভূক্ত।'

অতএব আমরা যখন নিজেদের চারিত্রিক ও নৈতিক অবস্থার সংশোধন করে নেব তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে বয়'আত করার এবং তাঁর জামাতভূক্ত হবার সঠিক দাবী পূরণকারী সাব্যস্ত হবো। আল্লাহ্ করুন, নতুন বয়'আতকারীরাও যেন নিজেদের চারিত্রিক ও নৈতিক অবস্থা উন্নততর করতে সচেষ্ট থাকে আর পুরনো আর অলস আহমদীরা, যারা নিজেদের চারিত্রিক ও নৈতিক অবস্থার উচ্চমান অর্জনের বিষয়টি ভুলে গেছেন তারাও যেন বয়'আতের শর্ত পূরণকারী সাব্যস্ত হয়, আমরা যেন তাঁর (আ.) বয়'আত করার উদ্দেশ্য সাধনকারী প্রতীয়মান হই (আমীন)।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থলে নিজের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতা এবং এই ঐশী জামাতের ক্রমবর্ধমান উন্নতির বিষয়ে বলেন:-

'আমার আগমনের এসব উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ করে এরা আমার বিরোধিতা কেন করে? (অর্থাৎ মুসলমানদের মাঝ থেকে যারা বিরোধী, বিশেষ করে তারা) **এই উদ্দেশ্য প্রধাণতঃ দুটি, তাক্বওয়া প্রতিষ্ঠা করা এবং খোদার তওহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা।** (এটি দেখেও তারা আমার বিরোধিতা করে) **তাদের স্মরণ রাখা উচিৎ, যে কাজ স্বভাবের কপটতা এবং পার্থিব নোংরামীর বশবর্তী হয়ে করা হবে তা নিজ বিষেই ধ্বংস হয়ে যাবে। বিরোধীদের স্মরণ রাখা উচিৎ, যদি আমার স্বভাবে মুনাফেকী বা কপটতা থাকে তাহলে যে কাজ আমি জাগতিক কামনা-বাসনা এবং নোংরা জীবনের জন্য করছি এই নোংরামীর বিষ আমাকেই ধ্বংস করবে অর্থাৎ বিষে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়। মিথ্যাবাদী কি কখনও সফলকাম হতে পারে?** তিনি (আ.) বলেন:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ **আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীকে এবং ঘোর মিথ্যাবাদীকে হিদায়াত দেন না।** (সূরা আল্ মো'মেন:২৯) **'কায্যাব' অর্থাৎ মিথ্যাবাদীর ধ্বংসের জন্য তাঁর মিথ্যাই যথেষ্ট। কিন্তু যে কাজের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্র মহিমা এবং**

রসূলের কল্যাণের বহিঃপ্রকাশ আর যে স্বয়ং আল্লাহ্‌র স্বহস্তে রোপিত বৃক্ষ এবং ফিরিশ্‌তারা যার নিরাপত্তা বিধান করে, তাহলে কে আছে যে একে নষ্ট করতে পারে। স্মরণ রেখ! আমার এ জামাত যদি শুধুমাত্র দোকানদারী (ব্যবসা) হয়ে থাকে তাহলে এর নাম-চিহ্ন মুছে যাবে। কিন্তু যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এবং এটি অবশ্যই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, তাহলে সমগ্র পৃথিবী এর বিরোধিতা করলেও এটি উন্নতি করবে, প্রসার লাভ করবে, ফিরিশ্‌তারা এর নিরাপত্তা বিধান করবে। যদি একব্যক্তিও আমার সাথে না থাকে, কেউ আমায় সহযোগিতা না করে তবুও আমি নিশ্চিত যে, এ জামাত সফলতা লাভ করবে।'

এখন দেখুন! আমরা যে ঘটনাগুলো শুনলাম, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মানুষের অন্তরে সঞ্চালিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বাল্যকালেই একজনের মনে একথা জাগ্রত করছেন যে, তুমি ইমাম মাহদীর সৈনিক। দেখুন! বেশ কয়েক বছর পর পড়ন্ত যৌবনে সে বুঝতে পারে যে, ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব ঘটেছে। অতএব এভাবে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারী সৃষ্টি করছেন। এটিই ঐ কথার অর্থ, কেউ সাহায্য না করলেও আল্লাহ্ সাহায্য করবেন। এ জামাত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আমাদের উচিৎ, আমাদের নিজেদের অবস্থার মূল্যায়ণ করা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেন:-

'আমি বিরোধিতাকে ভয় করি না। আমি একেও জামাতের উন্নতির জন্য আবশ্যক মনে করি। কখনও এটি হয়নি যে, আল্লাহ্‌র প্রেরিত ব্যক্তি বা তাঁর খলীফা পৃথিবীতে এসেছেন আর মানুষ সুবোধ বালকের ন্যায় তাঁকে মেনে নিয়েছে। পৃথিবীর অবস্থাও বড় অদ্ভুত! মানুষ যতই সত্যবাদী হোক না কেন, অন্যরা তাঁর পিছু ছাড়ে না, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেই থাকে।'

তিনি (আ.) বলেন, **'এটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, আমাদের জামাতের অসাধারণ উন্নতি হচ্ছে। কোন কোন সময় চার- পাঁচশ' জনের বয়'আতের তালিকা আসে এবং বয়'আতের দশ-পনেরটি আবেদনপত্র আসা নিত্যদিনের ঘটনা। আর যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়ে বয়'আত করেন তাদের সংখ্যা পৃথক'**। এ হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বক্তব্য।

আমি এখন যে সব ঘটনা বর্ণনা করলাম, তা থেকে প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে এমন এক প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়'আতকারীদের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। কোন কোন সময় পাঁচশ' বা তারও বেশী সংখ্যায় বয়'আত হচ্ছে। কোন সময় এই সংখ্যা সহস্র ছাড়িয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা আপন কাজ করে চলেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন, আমরা যেন বয়'আত করা ও জামাতভূক্ত হবার সুবাদে অর্পিত কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হই।

সবশেষে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি দোয়া পড়ে শোনাচ্ছি, যাতে তাঁর আন্তরিক বেদনার চিত্র পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে। এক বৈঠকে ব্যাপক ভূমিকম্প ও ধ্বংসের কথা আলোচিত হচ্ছিল। আজকাল আপনারাও দেখছেন অনুরূপ ধ্বংস নেমে আসছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **‘আমরা দোয়া করি, জামাতকে আল্লাহ্ নিরাপদ রাখুন এবং বিশ্ববাসীর সামনে স্পষ্ট হয়ে যাক যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সত্য রসূল ছিলেন। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে মানুষের বিশ্বাস সৃষ্টি হোক। যত ভয়াবহ ভূমিকম্পই আসুক না কেন খোদার চেহারা মানুষ একবার দেখার যোগ্যতা অর্জন করুক এবং সেই সত্তায় মানুষের ঈমান সৃষ্টি হোক”**

আমি যেভাবে বলেছি, আজকালও অনেক বেশী বিপদাপদ ও ধ্বংসযজ্ঞ দেখা যাচ্ছে, এগুলো দেখে মানুষ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-কে বিশ্বাস করুক (এটিই আমার প্রত্যাশা)। মুসলমানরাও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)]-কে চিনে নিজেদের হৃত গৌরবকে পুনরুদ্ধারকারী হোক এবং তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হোক।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনূদিত)